' সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনে পবিত্রতার গুরুত্ব '

বাপদাদা আজ বিশেষ বাচ্চাদের পবিত্রতার রেখা দেখছেন। সঙ্গমযুগেই বিশেষ বরদাতা বাবার থেকে দুটি বর সব বাচ্চারাই প্রাপ্ত করে। এক হল সহজযোগী ভব। দ্বিতীয় হল পবিত্র ভব। এই দুটি বরদানকে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা পুরুষার্থ প্রমাণ জীবনে ধারণ করছে। এমন ধারণা স্বরূপ আত্মাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার কপালে এবং নয়নে পবিত্রতা দেখা যাচ্ছে । পবিত্রতা হল সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের মহানতা । পবিত্রতা হল ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার । যেমন স্থূল শরীরে বিশেষ শ্বাস প্রশ্বাস আবশ্যক । শ্বাস নেই তো জীবন নেই। এমন ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হল পবিত্রতা। ২১ জন্মের প্রালব্ধের আধার বা ফাউন্ডেশান হল পবিত্রতা। আত্মা অর্থাৎ বাচ্চারা এবং পিতার মিলনের আধার হল পবিত্র বুদ্ধি । সর্ব সঙ্গমযুগী প্রাপ্তির আধার হল পবিত্রতা। পবিত্রতা হল পূজ্য পদ প্রাপ্তির আধার । এমন মহান বরদানটি সহজে প্রাপ্ত করেছ ? বরদানের রূপে অনুভব করো নাকি পরিশ্রম করে প্রাপ্ত হয় ? বরদানে পরিশ্রম নেই। কিন্তু বরদানকে সদা জীবনে প্রাপ্ত করতে শুধুমাত্র একটি কথায় অ্যাটেনশান প্রয়োজন যে বরদাতা এবং বরদানী দুইয়েরই সম্বন্ধ কাছের এবং স্নেহের আধারে নিরন্তর থাকা উচিত । বরদাতা এবং বরদানী আত্মারা সর্বদা কম্বাইন্ড রূপে থাকলে পবিত্রতার ছত্রছায়া স্বত:ই থাকবে। যেখানে স্বয়ং সর্বশক্তিমান বাবা রয়েছেন সেখানে অপবিত্রতার কথা স্বপ্নেও আসতে পারেনা। সর্বদা বাবা এবং তোমরা আত্মারা যুগল রূপে থাকো। সিঙ্গল নয় , যুগল। সিঙ্গল হলেই পবিত্রতার সৌভাগ্য হারাবে। নাহলে পবিত্রতার সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠ ভাগ্য সর্বদা তোমাদের সাথে আছে। তো বাবাকে সঙ্গে রাখা অর্থাৎ নিজের সৌভাগ্য নিজের ভাগ্যকে সঙ্গে রাখা। তো সবাই বাবাকে সঙ্গে রাখার অভ্যাসী হয়েছ তো ?

বিশেষ ডবল বিদেশী বাচ্চাদের একাকী জীবন পছন্দ নয় তাইনা? সদা কম্প্যানিয়ান চাই তাই না ? তো এমন কম্প্যানিয়ান আর কম্পানী সম্পূর্ণ কল্পে আর পাবে না , তো বাবাকে কম্প্যানিয়ান করেছ মানেই পবিত্রতাকে সদাকালের জন্যে স্বীকার করেছ। এমন যুগলমূরতের জন্যে পবিত্রতা হল অতি সহজ। পবিত্রতাই ন্যাচারাল জীবন রূপে পরিণত হবে। পবিত্র থাকব , পবিত্র হব , এইসব প্রশ্নই নেই। ব্রাহ্মণের জীবনই হল পবিত্রতা। ব্রাহ্মণ জীবনের জীবনযাত্রা হল পবিত্রতার । আদি-অনাদি স্বরূপ হল পবিত্রতার । যখন স্মরণ রয়েছে যে আমি হলাম আদি-অনাদি পবিত্র আত্মা । স্মরণে আসা মানে পবিত্রতার সমর্থ স্বরূপ প্রাপ্ত করা। তো স্মৃতি স্বরূপ , সমর্থ স্বরূপ আত্মারা যারা নিজস্ব পবিত্র সংস্কার যুক্ত - তাদের নিজস্ব সংস্কার হল পবিত্র । সঙ্গদোষের সংস্কার হল অপবিত্রতার সংস্কার । তো নিজস্ব সংস্কার গুলিকে ইমার্জ করা সহজ নাকি সঙ্গদোষের সংস্কার ইমার্জ করা সহজ ? ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থ হল সহজযোগী এবং সদাকালের জন্যে পবিত্র । পবিত্রতা হল বিশেষ ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব । পবিত্র সংকল্প হল ব্রাহ্মণদের বুদ্ধির ভোজন। পবিত্র দৃষ্টি হল ব্রাহ্মণদের চোখের দৃষ্টিশক্তি। পবিত্র কর্ম ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ আজীবিকা বা উপার্জনের পথ। পবিত্র সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক হল ব্রাহ্মণ জীবনের মর্যাদা ।

তাহলে ভাবো যে ব্রাহ্মণ জীবনের মহানতার অর্থ কি? পবিত্রতা হল তাইনা ! এমন মহান বস্তুটিকে স্বীকার করতে পরিশ্রম কোরোনা , জিদ্ বা হঠ করে স্বীকার কোরো না । পরিশ্রম এবং হঠ বা জিদের বশে স্বীকৃত কোনো কিছুই নিরন্তর থাকেনা । কিন্তু এই পবিত্রতা হল তোমাদের জীবনের বরদান , তাতে পরিশ্রম ও জিদের প্রশ্ন কেন? একান্ত নিজস্ব বস্তু । নিজস্ব জিনিস স্বীকার করতে পরিশ্রম কেন ? অন্যের বস্তু আপন করে নিতে পরিশ্রম হয়। অপবিত্রতা হল অন্যের বস্তু , পবিত্রতা নয়। রাবণ হল পর , আপন নয়। বাবা হলেন আপনজন , রাবণ হল পর । তো বাবার বরদান হল পবিত্রতা , রাবণের অভিশাপ হল অপবিত্রতা। তাহলে রাবণ পরের বস্তুটিকে কেন স্বীকার করো? পরের জিনিস পছন্দ হয়? নিজের জিনিসে নেশা থাকে। তো সর্বদা স্ব-স্বরূপ হল পবিত্র , স্ব-ধর্ম হল পবিত্রতা অর্থাৎ আত্মার প্রথম ধারণা হল পবিত্রতা । স্বদেশ পবিত্র , স্বরাজ্য পবিত্র এবং স্ব-স্মৃতি চিহ্ন হল পরম পবিত্র পূজ্য । কর্মেন্দ্রীয়ের অনাদি স্বভাব হল সুকর্ম , শুধুমাত্র এই কথা স্মৃতিতে রাখো তাহলেই পরিশ্রম এবং হঠযোগ থেকে মুক্ত হবে। বাপদাদা বাচ্চাদের পরিশ্রম দেখতে পারেননা , তাই তোমরা সবাই হলে পবিত্র আত্মা । স্বমানের সীটে স্থিত হয়ে যাও। স্বমান কি ? " আমি হলাম পরম পবিত্র আত্মা " । সর্বদা নিজের এই স্বমানের আসনে বিরাজিত হয়ে প্রতিটি কর্ম করো। তাহলেই সহজ বরদানী হয়ে যাবে। এই হল সহজ আসন। তো সর্বদা পবিত্রতার সম্মানে উজ্জ্বল চমকপ্রদ থাকো। স্বমানের সামনে দেহঅভিমান আসতে পারবেনা । বুঝলে ।

ডবল বিদেশীরা এই বিষয়ে ক্লিয়ার পাস তো ? হঠযোগী তো নও তোমরা ? পরিশ্রমী যোগী নও তো ? প্রেমপূর্ণ থাকলে পরিশ্রম শেষ। লাভলীন আত্মা হও , সর্বদা একমাত্র বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় , এই হল ন্যাচারাল পিউরিটি বা প্রকৃত পবিত্রতা । তো এই গানটি গাইতে পারো ? এই গান গাওয়া মানেই সহজ পবিত্র আত্মা হওয়া । আচ্ছা ।

এমন সর্বদা স্ব-আসনে বিরাজিত আত্মাগণ , সর্বদা ব্রাহ্মণ জীবনের মহানতা এবং বিশেষত্ব গুলি জীবনে ধারণ করে আদি অনাদি পবিত্র আত্মাগণ , স্ব-স্বরূপ , স্ব-ধর্ম , সুকর্ম স্থিতিতে স্থির থাকে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বা পরম পবিত্র পূজ্য আত্মাদের , পবিত্রতার বরদান প্রাপ্তকারী মহান আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

ফ্রান্স, *ব্রাজিল*, *এবং* *অন্য* *স্থান* *থেকে* *উপস্থিত* *বিদেশী* *বাচ্চাদের* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সঙ্গে* *সাক্ষাৎকার*

১. সবাই নিজেদের সর্বদা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভেবে প্রত্যেকটি কাজ করো কি ? সর্বদা সেবার ক্ষেত্রে নিজেকে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভেবে সেবা করবে তো সেবায় সফলতা রয়েছেই কারণ বর্তমান সময়ের সেবায় সফলতার বিশেষ সাধন হল বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরী করা। আজকালকার আত্মাদের নিজের পরিশ্রমে এগোনো মুস্কিল তাই নিজের ভাইব্রেশন দ্বারা বায়ুমন্ডল এমন পাওয়ারফুল করো যাতে আত্মারা স্বত:ই আকৃষ্ট হয়। তো সেবায় বৃদ্ধির ফাউন্ডেশানই হল এইটি। বাকি সাথে সাথে যা সেবার সাধন আছে সেসব দিয়ে চারিদিকে সেবা করা উচিত । শুধুমাত্র একটি স্থানে বেশী পরিশ্রম আর সময় না লাগিয়ে চারিদিকে সেবার সাধন দ্বারা সেবা বিস্তার করো তাহলেই চারিদিকের চৈতন্য ফুলের পুষ্পগুচ্ছ তৈরী হবে।

২. বাপদাদা ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। প্রত্যেকে হল রূহে-গোলাপ। রূহে-গোলাপ গ্রুপ অর্থাৎ রূহানী বাবার স্মরণে লাভলীন থাকে যে গ্রুপ । সবার চেহারায় খুশীর ঝলক দেখা যাচ্ছে ।

বাপদাদা এক একটি রত্নের ভ্যালু জানে। এক একটি রত্ন হল বিশ্বে অমূল্য রত্ন তাই বাপদাদা সেই বিশেষত্বের আধারে প্রত্যেকটি রত্নের ভ্যালু দেখেন। এক একটি রত্ন অনেকের সেবায় নিমিত্ত হবে। সর্বদা নিজেকে বিজয়ী রত্ন অনুভব করো। সর্বদা নিজের মস্তকে বিজয়ের তিলক লাগাও কারণ যখন বাবার আপন হয়েছ তখন বিজয় তো হল জন্ম সিদ্ধ অধিকার সেইজন্য স্মারিকা রূপী বিজয় মালা গায়নও আছে পূজনীয়ও আছে। সবাই বিজয়মালার পুঁতি হয়েছ তো তাই না ? এখনও ফাইনাল হয়নি সেইজন্য সুযোগ আছে যার যে সীট দরকার নিতে পারে।

৩. সর্বদা নিজেকে প্রতিটি গুণ , শক্তির অনুভবী মূর্ত অনুভব করো কি ? কারণ সঙ্গমযুগেই সর্ব অনুভবী মূর্ত হতে পারো। যা সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব সেসব নিশ্চয়ই অনুভব করা উচিত। তো সবাই নিজেকে এমন অনুভবী মূর্ত ভাবো কি ? শক্তি এবং গুণ এই দুই হল বড় মাপের খাজানা । তাহলে কতগুলি খাজানার মালিক হয়েছ ? বাপদাদা তো সর্ব খাজানা বাচ্চাদের দিতেই এসেছেন। যত চাও তত নিতে পারো তাইনা ? সাগর হলেন কিনা। তো সাগর অর্থাৎ অসীম , কোনো শেষ নেই । তো মাস্টার সাগর হয়েছ ?

সবচেয়ে বেশী ভাগ্য হল বিদেশীদের । যে বাড়িতে বসে বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। এতোটা ভাগ্যবান নিজেকে ভাবো কি ? অনেক স্নেহী আত্মা , লগনে মগ্ন আত্মা । স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ বাবা এবং বাচ্চাদের মেলার এই আয়োজন । প্রত্যেকে নিজেকে সূর্য্যবংশী আত্মা ভাবো কি ? প্রথম নম্বরের রাজ্যে আসবে নাকি দ্বিতীয় নম্বরের রাজ্যে আসবে ? প্রথম নম্বরের রাজ্যে আসার একটাই পুরুষার্থ রয়েছে সেটি হল কি ? সর্বদা একের স্মরণে থেকে একরস অবস্থায় স্থির হও তাহলেই ওয়ান-ওয়ান এবং ওয়ানে চলে আসবে। আচ্ছা ।

জাপান *গ্রুপ* :-

সবাই বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজিত হয়েছ কি ? নিজেকে এতটাই শ্রেষ্ঠ আত্মা ভাবো কি ? ভ্যারাইটি ফুলের তোড়াটি খুবই সুন্দর । তুমি সেই পুষ্পগুচ্ছের কোন্ স্থানে রয়েছ ? ছোট মানেই সুভান আল্লাহ অর্থাৎ উত্তম হয় । বাচ্চাদের কত সময় ধরে স্মরণ করছেন? বাপদাদা জাপানি বাচ্চাদের কত সময় ধরে , অনেক বছর আগে থেকে তোমাদের স্মরণ করছেন আর এখন প্র্যাক্টিকালে বাবার বরদান ভূমিতে এসে পৌঁছেছো । তো এমন ভাগ্যবান নিজেকে ভাবো কি ? জাপানের বিশেষ প্রমাণ চিহ্ন কি দেখানো হয় ? এক হল ফ্ল্যাগ দ্বিতীয় ফ্যান (হাতপাখা) তো বাপদাদাও বাচ্চাদের সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেন যে উড়তে থাকো, তাই পাখা দেখানো হয়। সর্বপ্রথম বিদেশের সেবার ফাউন্ডেশান হল জাপান । তো গুরুত্বপূর্ণ হল তাইনা ? বাপদাদার আহবানে তোমরা এখানে এসে পৌঁছেছো । বাপদাদা ডেকেছেন তাই এসেছ। সবাই হলে শোকেসের শোপিস। সবাই ব্রাহ্মণ পরিবার তোমাদের গোল্ডেন ডল্ রূপে দেখে খুশী হয়েছে। এমন অনুভব করেছ কি যে তোমরা হলে পরিবারেও হারানিধি এবং বাপদাদারও হারানিধি । এবারে জাপান থেকে এমন কোনো বিশেষ আত্মা নিয়ে এসো যাতে একজনের আসাতেই অনেককে সংবাদ পৌঁছানো হয়ে যায়।

সেখানে ভ্যারাইটি প্রকারের সার্ভিস হতে পারে। একটু পরিশ্রম করলেই বেশী ফল প্রাপ্তি হবে। এর জন্যে এক তো স্থানের বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল করো। এমন অনুভব হবে যেন এক চৈতন্য মন্দিরে এসে পৌঁছেছি । এমন বায়ুমন্ডল রুহানী সুগন্ধে ভরপুর হোক যাতে দূর দূর থেকে আত্মারা আকৃষ্ট হয়। বায়ুমন্ডল অনেক আত্মাদের কাছে আনতে পারে। ধরিত্রী উর্বর আর ফলপ্রসু , শুধুমাত্র অল্প মাত্রায় পরিশ্রম এবং বায়ুমন্ডল প্রয়োজন । সেবার সংকল্প করবে আর সফলতা তোমার সামনে থাকবে। বায়ুমন্ডল যখন রুহানী হবে তখন সবকিছু স্বত:ই ঠিক হয়ে যাবে। সবাই একমত এবং একরস হয়ে যাবে তখন মায়াও আর আসবেনা কারণ বায়ুমন্ডল শক্তিশালী হবে। বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী করতে স্মরণের প্রোগ্রাম রাখো আর নিজেদের মধ্যে উন্নতির জন্যে রুহ-রিহানের ক্লাস করো। স্নেহ মিলন করো। ধারণার ক্লাস করো তাহলেই সফলতা প্রাপ্ত হবে।

জার্মান *গ্রুপ* -

সবার কপালে কোন্ নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে? নিজের কপালে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখেছ কি ? বাপদাদা সবার কপালে উজ্জ্বল মণি দেখছেন। নিজেকে সর্বদা পদ্মগুণ ভাগ্যশালী আত্মা ভাবো কি ? প্রতিক্ষণ কত উপার্জন করছ ? হিসেব করতে পারো কি? সম্পূর্ণ কল্পে এমন কোনো বিজনেসম্যান আছে কি যারা এমন উপার্জন করতে পারে ! সর্বদা এই খুশীর স্মৃতি থাকে কি যে আমরাই কল্প কল্পের এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছি ? তো সর্বদা এই কথাই মনে রাখো যে আমরা হলাম এতই বড় বিজনেসম্যান আর এতখানি উপার্জনের কাজে বিজি থাকো। সর্বদা বিজি থাকলে কোনও প্রকারের মায়া আক্রমণ করবেনা কেননা বিজি দেখলে ফিরে যাবে, আঘাত করবেনা । সহজ রূপে মায়াজিত হওয়ার এইতো হল সহজ উপায় সর্বদা উপার্জন করো আর করাও। যেমন যেমন মায়ার অনেক প্রকারের নলেজফুল হতে থাকবে তো মায়া পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয় কথা হল এক সেকেন্ডও একা থাকবেনা , সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকলে বাবার সঙ্গ দেখে মায়া আসতে পারবেনা কারণ মায়া প্রথমে বাবার থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তারপর আঘাত করতে আসে। তাহলে যখন একা থাকবেই না তো মায়া কি করবে ? বাবা হলেন অতি প্রিয় , এই অনুভব হয় তো ? তাহলে প্রিয় বস্তুটি কেউ কিভাবে ভুলতে পারে ! তাই সর্বদা এই কথা স্মৃতিতে রাখো যে সবচেয়ে প্রিয় কে ? যেখানে মন যাবে সেখানে তন আর ধন স্বত:ই যাবে। তো মনমনাভবের মন্ত্র মনে আছে তো । মন যেখানে যাবে তো প্রথমে চেক করো যে এরচেয়ে শ্রেষ্ঠ , এরচেয়ে ভাল আর কোনো কিছু আছে কি নাকি যেখানে মন যায় সেটাই হল শ্রেষ্ঠ ! ঐ মূহুর্তে চেক করো তাতেই চেঞ্জ হয়ে যাবে। প্রতিটি কর্ম , প্রতিটি সঙ্কল্প করার আগে চেক করো। করার পরে নয়। প্রথমে চেকিং পরে প্র্যাক্টিকাল । আচ্ছা ।

বিদায়ের *সময়* *দিদি-দাদিদের* *সঙ্গে*

তোমাদেরও জাগতে হয় । সারাদিন পরিশ্রম করো আর রাতেও জাগতে হয়। বাপদাদা তো বাচ্চাদের সর্বদা আশীর্বাদ করেন। হিম্মাত অর্থাৎ সাহস এবং উৎসাহ এই দুটি দেখে বাবা খুশীতে ভরপুর হয়ে যান। মহিমা করলে তো অনেক হয়ে যাবে। যেমন বাবার মহিমায় বলা হয় সাগরকে দোয়াতের কালি বানাও তবু কম পড়বে তেমনই বাচ্চাদেরও কত মহিমা করবে। বাবা বাচ্চাদের মহিমা দেখে সর্বদা বলিহারী করেন। প্রত্যেকটি বাচ্চা নিজের নিজের স্টেজে হিরো পার্ট প্লে করছে। একমাত্র বাবার সত্যিকারের হিরো পার্টধারী হলে বাচ্চাদের প্রতি বাবার গর্ব অনুভব হয়। সম্পূর্ণ কল্পে এমন বাবাও থাকেননা তাই এমন বাচ্চাও হতে পারেনা। এক একজনের মহিমা মন্ডিত গান

করতে গেলে কত বিশাল গীত-মালা তৈরী হয়ে যাবে। ব্রহ্মা এবং শিববাবা নিজেদের মধ্যে অনেক চিট-চ্যাট অর্থাৎ কথোপকথন করেন। উনি বলেন - বাঃ আমার বাচ্চারা , উনিও বলেন - বাঃ আমার বাচ্চারা ! (কোনো সময় চিট-চ্যাট করেন) যখন প্রয়োজন পড়ে তখন করেন। বিজিও থাকেন এবং ফ্রীও থাকেন। স্বাধীনও থাকেন এবং সাথেও থাকেন। যখন কম্বাইন্ড - ই আছেন তখন পৃথক কিভাবে দেখা দেবেন, পৃথক করতে পারবে কি তোমরা ? তোমরা আলাদা করবে তো ওনারা এক হয়ে যাবে। যেমন বাপদাদার নিজেদের মধ্যে কম্বাইন্ড রূপ রয়েছে তেমনই তোমাদেরও তো আছে তাইনা । তোমরাও বাবার থেকে আলাদা হতে পারবে না ।

বরদান : মনন শক্তি দ্বারা প্রতিটি পয়েন্টের অনুভবী হয়ে সর্বদা শক্তিশালী মায়াপ্রুফ, বিঘ্নপ্রুফ ভব।

যেমন শরীরের শক্তির জন্যে পাচন শক্তি বা হজম করার শক্তি আবশ্যক ঠিক তেমনই আত্মাকে শক্তিশালী করতে মনন শক্তির প্রয়োজন । মনন শক্তি দ্বারা অনুভব স্বরূপ হওয়াই হল সবচেয়ে বড় শক্তি । এমন অনুভবী কখনও ধোঁকা খায় না , শোনা কথায় বিচলিত হয়না। অনুভবী সদা সম্পন্ন থাকে। সে সর্বদা শক্তিশালী , মায়াপ্রুফ , বিঘ্নপ্রুফ হয়ে যায়।

স্লোগান : খুশীর খাজানা সর্বদা সঙ্গে থাকলে অন্য সব খাজানা স্বত:ই এসে যাবে।